তারিখ ... 8 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

যায়যায়দিন

পুরনো ঢাকায় জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে হাজারো শিক্ষার্থী

এম মামুন হোসেন

রাজধানীর পুরনো ঢাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাই স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনে চরম ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। সংশ্লিষ্ট মহলের এতোদিন টনক না নড়লেও সোমবার স্কুল চলাকালে তাঁতীবাজারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের প্লাস্টার খুলে সাত ছাত্রী আহত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নড়েচড়ে বসেছে। মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁতীবাজারের প্লাস্টার খুলে পড়া ওই স্কুল পরিদর্শন করেন এবং আহত ছাত্রীদের দেখতে যান।

মন্ত্রী দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন, দায়িত্বে অবহেলাকারীদের চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকারের সুপারিশ চেয়ে গণশিক্ষা ও প্রাথমিক বিভাগের উপসচিব (বিদ্যালয় ১ অধিশাখা) শহীদুল ইসলামকে প্রধান করে এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করার নির্দেশ দেন। কমিটি তিনদিনের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

সরেজমিনে রাজধানীর সূত্রাপুর, কোতোয়ালি ও লালবাগ থানা ঘুরে দেখা গেছে– ফকির মোহাম্মদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট কাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরমানিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাহুতটুলি রেনেসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রুকুনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো পুরনো ও জরাজীর্ণ। শিক্ষার্থীরা যে রুমগুলোতে ক্লাস করে তার প্লাস্টার প্রায়ই খসে পড়ে বলে জানায় ছাত্রছাত্রীরা। ভবনগুলোর দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে এবং দেয়াল ফেটে গজিয়ে উঠেছে গাছ।

সোমবার তাঁতীবাজার প্রসন্ন পোদ্দার লেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসে পড়ে –যায়যায়দিন

সব সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকেন স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

সূত্রাপুর থানাধীন গভ. মুসলিম হাই স্কুল এবং ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থাও একই রকম। গভ. মুসলিম হাই স্কুলের একটি ভবন ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কোতোয়ালি থানাধীন নিউ গভ. গার্লস স্কুলের ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্রীরা বর্তমানে আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস করে। আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন পাকিস্তান আমলে তৈরি। ভবনের কিছু অংশ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে বর্তমানে সেখানে কোনো ক্লাস নেয়া হয় না।

এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানার টিও শাহনা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তার থানায় চারটি ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল আছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার আবেদন জানালেও কেউ গুরুত্ব দেয়নি বলে তিনি জানান।

সূত্রাপুর থানার টিও জাহিদা সিদ্দিকা জানান, তার থানায় ৪৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা খুব খারাপ। সেগুলো নিলামে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এতো সময় লাগে কেন– এ প্রশ্ন করা হলে তিনি চুপ থাকেন।

সোমবার তাঁতীবাজারের প্রসন্ন পোদ্দার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের প্লাস্টার খুলে পড়ায় স্কুলের সাত ছাত্রী আহত হয়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় প্রায় অর্ধশত ছাত্রছাত্রী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বাসুরানী পাল জানিয়েছেন, পাকিস্তান আমলে স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে প্রথম স্কুলটি গড়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালে স্কুলের দোতলা ভবনটি তৈরি হয়। বিগত ৪০ বছরেও ভবনটির বড় ধরনের কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। তিনি বলেন, ভবন সংস্কারের জন্য স্কুল কমিটি ও শিক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।